ছাত্র, শিক্ষক ও শিক্ষাকে ধ্বংস করার নয়া ষড়যন্ত্র—

★ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের প্রস্তাবিত "স্কুল-কোডকে" রুখে দাঁড়ান ★

গণদাবী

প্রধান সম্পাদক—সুবোধ ব্যানার্জী এম,এল,এ

সোস্যালিষ্ট ইউনিটী সেণ্টারের বাংলা মুখপত্র (পাক্ষিক)

৫ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা | মঙ্গলবার, ১৫ই আগষ্ট ১৯৫২, ৩০শে শ্রাবণ ১৩৫৯ | মূল্য—এক আনা

প্রায় এক বছর ধরে পশ্চিম বাংলার মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার কর্তৃত্ব কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাত থেকে মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের হাতে হস্তান্তরিত হয়েছে। এই মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের গঠন পদ্ধতি ও তাঁদের প্রাথমিক কার্য্যকলাপ জনসাধারণের মনে মাধ্যমিক শিক্ষার ভবিষ্যত সম্পর্কে বিরাট সংশয়ের সৃষ্টি করেছে। এই বোর্ডের ৪৪ জন সদস্যদের ভেতর সরকারী কর্মচারী ও ধামাধরা সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠতা খুব স্বাভাবিক কারণেই শিক্ষা সংকোচন নীতিকে পাকাপোক্ত করার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য। বর্ত্তমানের প্রস্তাবিত "স্কুল কোড" তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

আগামী ১৮ই আগষ্ট মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের সাধারন সভায় এই খসড়া কোডটি পেশ করা হবে। Executive Council এবং Grants Gommittee এই খসড়া অনুমোদন করেছেন। প্রথমেই ঘোষণা করা প্রয়োজন যে মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড এই কোডটিকে সরকারীভাবে (officially) এখনও প্রকাশ এবং প্রচার করেন নি। কোনপ্রকার জনমত সংগ্রহ করার পূর্বেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই কোডটিকে পাশ করাই এর মূল উদ্দেশ্য। বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত না হওয়া সত্ত্বেও নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির কার্য্যকরী সভাপতি ও অন্যান্য কয়েকজন শিক্ষাবিদ এই স্কুল কোডের কয়েকটি সর্ব্বনাশা ধারা সাংবাদিক সম্মেলন প্রভৃতির মারফৎ জনসমক্ষে প্রচার করেছেন। এতে পরিষ্কারভাবে বোঝা গেছে যে এই স্কুল কোডের উদ্দেশ্য শিক্ষা সংকোচন, গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ, ও শিক্ষার সাথে জড়িত ছাত্র, শিক্ষক এবং অভিভাবকদের স্বার্থের মূলে কুঠারঘাত করা। বিশদভাবে আলোচনা করলেই দেখা যাবে যে "স্কুল কোডের" ষড়যন্ত্র ইংরেজ শোষিত এণ্ডাবশনীয় চণ্ডনীতিকেও ম্লান করে দেয়। এই কোডটি মোটামুটিভাবে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় :—

গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের চক্রান্ত

এই কোডে বলা হয়েছে যে প্রধান শিক্ষকের অনুমতি ব্যতীত কোন ছাত্র ক্লাব, সংঘ, পাঠাগার বা সমিতিতে যোগ দিতে পারবে না। শুধু তাই নয়—স্কুলে ধর্মঘট বা পিকেটিং হলে ধর্মঘটী ছাত্রনেতাদের শাস্তি দিতে হবে এবং তাদের নাম পুলিশের কাছে পাঠানো বাধ্যতামূলক। এই ধারার দুটো দিক আছে। প্রথমতঃ ছাত্রদের মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করা এবং তাকে ধ্বংস করা—দ্বিতীয়তঃ শিক্ষকদের গোয়েন্দা বৃত্তিতে উৎসাহ দেওয়া। এই ধরনের হীন ও জঘন্য প্রচেষ্টার একমাত্র উদ্দেশ্য পবিত্র বিদ্যাপীঠে পুলিশীরাজ কায়েম করা।

কোডে শিক্ষকদের সম্পর্কেও প্রায় একই ব্যবস্থা স্থান লাভ করেছে; বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের সর্বপ্রকার রাজনৈতিক আলোচনার অধিকারকে খর্ব করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

শিক্ষক হত্যার ঘৃণ্য প্রচেষ্টা

খসড়া কোডে বলা হয়েছে যে কোন শিক্ষক প্রধান শিক্ষকের অনুমতি ব্যতীত উপশিক্ষকতা (প্রাইভেট ট্যুইশান) করতে পারবেন না। কিন্তু শিক্ষকদের বেতনের হার নিম্নরূপ—

শিক্ষা—শিক্ষন প্রাপ্ত স্নাতক (অনার্স) অথবা এম-এ, এম-এস-সি, সহ অথবা প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর এম-এ, এম-এস-সি, ১০০৲, শিক্ষা-শিক্ষন প্রাপ্ত স্নাতক অথবা অন্যান্য এম-এ ও এম-এস-সি ৭৫৲, স্নাতক ও শিক্ষা-শিক্ষন প্রাপ্ত আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট ৬০৲, পর্যদের (Board) Executive Council কর্তৃক অন্যান্য অনুমোদিত শিক্ষকগণ ৫০৲ টাকা কাজের সময় সপ্তাহে ২৪ ঘণ্টা অর্থাৎ ৪০ মিনিটের ৩৬ পিরিয়ড।

যে শিক্ষকগণ সমাজ জীবনের মেরুদণ্ড তাঁদের এই অর্থনৈতিক নিষ্পেষনের অর্থ হচ্ছে গোটা সমাজকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া। বর্ত্তমানের দুর্মূল্যের বাজারে এই অল্প টাকায় যে কোন ক্রমেই সংসার চালানো যায় না সেটা খুব সম্ভব মাধ্যমিক বোর্ডের সভাপতি শ্রীঅপূর্ব কুমার চন্দের জানা নেই। জানিনা এর ভেতরেই সেই Plain Living and High thinking এর উপদেশ লুক্কায়িত আছে কিনা কিন্তু Plain living তো দূরের কথা শিক্ষক সমাজের অস্তিত্বই আজ বিপর্য্যস্ত হতে চলেছে।

(৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)

★ ১৫ই আগষ্টের কলঙ্ক ঘুচাও ★

প্রায় একশ' বছর আগে মিরজাফর উমিচাঁদের মৃত্যু তার বংশধররা যে আজও দেশের মাটি থেকে লুপ্ত হয়ে যায় নি নতুন করে তারই প্রমাণ দিয়েছে ১৫ই আগষ্ট। বিশ্বাসঘাতকতার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে, সমগ্র জনতার স্বার্থকে বিকিয়ে দিয়ে ১৯৪৭ এর ১৫ই আগষ্ট ভারতের ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে—ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের কল্যাণে।

১৯২৮ সালে কংগ্রেসী নেতারাই, ঘোষণা করেছিলেন পুর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা তাদের লক্ষ্য, তাঁরা কমনওয়েল্‌থ্‌ এর সঙ্গে সম্পর্কহীন স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করবেন। কিন্তু সে সংকল্প ভেসে গেল ৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট। সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে ঘন ঘন বৈঠক ও আলোচনায় হঠাৎ ঘোষিত হল আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। উৎসবের বন্যায় ভেসে গেল দেশ। নেতাদের ওজস্বিনী বক্তৃতার বেড়াজাল কাটিয়ে উঠে জনতা দেখল—তারা যে তিমিরে সেই তিমিরেই। কেবল ভারতের ভাগ্যাকাশে নতুন সূর্য্য উঠেছে—তার রং কালো।

'কংগ্রেস স্বাধীনতা এনেছে'—একথাই আজ বড়গলায় প্রচার করছে নেতৃবৃন্দ। কিন্তু ঘটনাকে যদি সত্য বলি তবে দেখবো—স্বাধীনতার নামে যা'ই এসে থাকুক, তা কংগ্রেস আনেনি। এনেছে ভারতের সংগ্রামী মানুষ—শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবি মধ্যবিত্ত। এবং জনসাধারণের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ জনতাকে প্রতারিত করেছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বিভিন্ন দেশের গণজাগরণের জোয়ার এসে ভারতের তটভূমিতেও লেগেছিল। ঐতিহাসিক নৌবিদ্রোহ—দেশজোড়া ধর্মঘটের বন্যা—ভিয়েৎনাম আজাদ হিন্দ আন্দোলন এর ব্যাপক আঘাতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভিৎ টলে উঠলো। এত দিনের অবাধ শোষণের উপনিবেশ হাত ছাড়া হবার ভয়েই সাম্রাজ্যবাদ আপোষ কামী হল এবং সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থকে অক্ষুন্ন রাখার জন্যই প্রতিক্রিয়াশীল কংগ্রেসের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা দিয়ে আড়ালে সরে দাঁড়াল ভারতের রাষ্ট্রযন্ত্রের কোন পরিবর্ত্তনই হল না, উপরন্তু ভারতীয় অর্থনীতির চাবিকাঠি রইল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে। তাই ১৫ই আগষ্টের স্বাধীনতা জনসাধারণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে কোন পরিবর্ত্তনই আনলো না।

(৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

১৫ই আগষ্টে আওয়াজ তুলুন

- ★ *কংগ্রেসী জঘন্যতম বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে রুটী, রুজি, শিক্ষা, বাসস্থানের জন্য সংগ্রামী ঐক্য গড়ে তুলতে হবে।*
- ★ *দেশীয় পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধ চক্রান্তের বিরুদ্ধে বিশ্বশান্তি বজায় রাখতে হবে*
- ★ *পুলিশী রাজ চলবে না*
- ★ *বিনা খেসারতে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ চাই*
- ★ *বিদেশী ও মুলশিল্পের জাতীয় করণ চাই*
- ★ *অবিলম্বে সমস্ত বাস্তুহারাদের পুনবসতি চাই*
- ★ *শিক্ষাক্ষেত্রে এ্যাণ্ডারসনীয় নীতি চলবে না*

★ সংগ্রামী বামপন্থী ঐক্যের নীতি ও নিম্নতম কর্ম্মসূচী কি হবে ★

গত পাঁচ বছরের কংগ্রেসী ইতিহাসের তিক্ত অভিজ্ঞতা দেশের সমস্ত বামপন্থী শক্তিগুলোর ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার কথা বার বার স্মরণ করিয়ে দেয়। এটা খুব সত্যি কথা যে যতদিন পর্য্যন্ত এই বামপন্থী ঐক্য প্রতিষ্ঠিত না হচ্ছে ততদিন মেহন্নতী জনসাধারণের মুক্তি সংগ্রামের সাফল্যের কথা চিন্তা করাও অবাস্তব। বর্তমানের এই ঐক্যহীনতা, এই বিচ্ছিন্নতার সুযোগ নিয়েই কংগ্রেস প্রতিটি পদক্ষেপে এক নিরঙ্কুশ নির্য্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। তাই ভারতবর্ষের রাজনীতিক্ষেত্রের অন্যতম প্রধান সমস্যা হচ্ছে, সমস্ত বামপন্থী শক্তির ভেতর একটা সংগ্রামী ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা, সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিকে একটি ব্যাপক ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক মোর্চ্চায় সমবেত করা।

এই গণতান্ত্রিক মোর্চ্চার উদ্দেশ্য হবে সমস্ত প্রকার শোষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া, বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দাবী দাওয়া নিয়ে লড়াই করা এবং এই আন্দোলনকে শক্তিশালী করার মারফৎ বিপ্লবের পথকে প্রশস্ত করা। এই কর্তব্য নির্দ্ধারণের পূর্বে ভারতবর্ষের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিকেও একটু বিচার করা প্রয়োজন—দেখা দরকার যে কোন্ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা ভারতীয় জনসাধারণের সর্বাঙ্গীন উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করছে।

তথাকথিত ক্ষমতা হস্তান্তরের পর ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পটভূমিকা ও সামাজিক শ্রেণী বিন্যাসের ক্ষেত্রে (class co-relationship) এক বিরাট পরিবর্তন হয়েছে। এর মারফৎ জনসাধারণের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠালাভ করেনি একথা অনস্বীকার্য্য। কিন্তু দেশীয় ধনিক শ্রেণীর হাতেও কোন ক্ষমতা আসেনি একথা মনে করা অবৈজ্ঞানিক। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের যে লড়াই বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এতদিন পরিচালিত হয়ে আসছিল সেই লড়াই আজ মূলতঃ দেশীয় ধনিক শ্রেণী, দেশীয় পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে পরিচালিত হতে বাধ্য। অবশ্য এর মানে এই নয় যে বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমাদের সমস্ত লড়াই শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু যে কংগ্রেসী সরকার বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের তল্পিবাহক, যে কংগ্রেসী সরকার সামন্ত প্রভুদের স্বার্থ দেখছে সেই সরকার ও সরকারী ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ না করে সাম্রাজ্যবাদ সামন্ততন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে কোন কার্য্যকরী আঘাত হানাও সম্ভব হবে না। একথাটিকে বাদ দিয়ে ঘোরালো আলোচনা করা যেতে পারে কিন্তু তাতে সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়।

ব্রিটিশ প্রভুদের হাত থেকে কংগ্রেসের যে নেতৃবৃন্দ ক্ষমতা লাভ করেছেন তাঁদের বহুদিন থেকে দেশীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিভূ হিসাবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সেই বুর্জোয়া শ্রেণী নিজ হাতে ক্ষমতা গ্রহণ করে নিজেদেরই স্বার্থে সামন্ত প্রভুদের সাথে একটা মিতালি করেছেন। ঘটনাটি এ নয় যে সামন্তপ্রভুরা ক্ষমতা গ্রহণ করে দেশীয় পুঁজিপতি শ্রেণীর সাথে মিতালি করেছে। সুতরাং রাজনৈতিক দিক থেকে বিচার করলে বলা যায় যে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াই করার অর্থ হচ্ছে পুঁজিপতি ও সামন্ত শ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়াই এবং যার ভেতর পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থ ও কর্তৃত্বই বেশী প্রভাবশালী এবং মূল শক্তি হিসাবেই কাজ করছে। অর্থাৎ এটা খুব পরিষ্কার বোঝা দরকার যে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র কাঠামো ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই মূল লড়াই পরিচালিত হতে বাধ্য।

অর্থনৈতিক অবস্থার বিশ্লেষণ থেকেও এর প্রমাণ মিলবে। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে পুরোপুরি সামন্ততান্ত্রিক বা পুরোপুরি পুঁজিবাদী বলা চলে না। অর্থাৎ পুঁজিবাদী ও সামন্ততান্ত্রিক উভয় ব্যবস্থারই পাশাপাশি বিদ্যমান। এবং এই উভয় ব্যবস্থার মধ্যে পুঁজিবাদের প্রাধান্য অনস্বীকার্য্য। এই দিক থেকে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠার লড়াই মূলতঃ পুঁজিবাদী শোষণ ব্যবস্থা খতম করাই লড়াই।

উপরোক্ত আলোচনার ভেতর দিয়ে পরিষ্কার বোঝা গেল যে রাজনৈতিক দিক দিয়ে, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ভারতীয় জনসাধারণের মূল শত্রু হচ্ছে পুঁজিবাদ। ভারতীয় জনতার লড়াই তাই পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে লড়াই। এদেশের বিপ্লবের মূল লক্ষ্য পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রবাদের উচ্ছেদ। এই বিপ্লবের নেতা হিসাবে শ্রমিক শ্রেণী ভূমিহীন চাষী, গরীব চাষী, মধ্যবিত্ত চাষী, শহরের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, ছাত্র ও যুবকের সহযোগিতায় বিপ্লবের ভিতর দিয়ে পুঁজিবাদ সামন্ততন্ত্রবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণের অবসান ঘটিয়ে শোষিত জনসাধারণের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের মধ্য দিয়ে দ্রুত শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করবে।

তাহলে শ্রেণী হিসেবে এই ঐক্যফ্রন্টের শক্তি হচ্ছে শ্রমিক, কৃষক, নিম্ন মধ্যবিত্ত ও অগনিত মেহন্নতী জনসাধারণ। দেশীয় ধনিক শ্রেণীর কোন অংশেরই এই ফ্রন্টে স্থান হতে পারে না। এখন দেখা দরকার যে রাজনৈতিক দল হিসাবে কোন্ কোন্ দল এই ঐক্যে স্থান লাভ করতে পারে। এ প্রসঙ্গে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন যে কোন্ কোন্ রাজনৈতিক ভাবধারা আমাদের দেশে বর্তমান। কংগ্রেস ফ্যাসীবাদ, গণতান্ত্রিক সমাজবাদ (Social Democratism) এবং সাম্যবাদ এই তিনটি চিন্তাধারাই মূলত বিরাজমান। পূর্বের আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার হয়েছে যে কংগ্রেসী ধনিক সরকারের বিরুদ্ধেই আমাদের লড়াই। সুতরাং পুঁজিবাদী ফ্যাসিবাদী শক্তি এই ঐক্য ফ্রন্টের বিরোধীশক্তি—তাদের এখানে কোন স্থানই থাকতে পারে না। দ্বিতীয় শক্তিকে আবার দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে। দক্ষিণ পন্থী গণতান্ত্রিক সমাজবাদী শক্তি (Right wing Social Democrat) এবং বামপন্থী গণতান্ত্রিক সমাজবাদী শক্তি (Left wing Social Democrat) দল হিসেবে সোস্যালিষ্ট পার্টি, কৃষক-মজদুর প্রজা দল উপরোক্ত দক্ষিণপন্থী গণতান্ত্রিক সমাজবাদের প্রতিভূ। প্রকৃতপক্ষে এরা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এটলী, বেভিন, ব্লুম প্রভৃতি রাজনৈতিক ধুরন্ধরদেরই সমগোত্রীয়। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েটের বিরুদ্ধে, তথাকথিত "তৃতীয় শক্তি"র প্রচারক, প্রকৃতপক্ষে ইঙ্গ-আমেরিকায় অনুচর ও পুঁজিবাদের দোসর হিসাবে কাজ করছে। এদের আপাত সংগ্রামী ও জনদরদী মুখোস দেখে বিভ্রান্ত হলে চলবেনা শ্রেণীস্বার্থের পর্য্যালোচনা করে এদের চরিত্র উৎঘাটন করতে হবে। বিভিন্ন দেশের ইতিহাস থেকে দেখা গেছে যে ধনবাদী নগ্ন শোষণের চরিত্র যখনই জনতার চোখে ধরা পড়েছে তখনই এই সমস্ত গণতান্ত্রিক সমাজবাদের ধ্বজাধারীরা এগিয়ে এসেছেন খুব কৌশলী উপায়ে ধনতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে। "Social Democratism is a Prop of Capitalism" – একথা এক মুহূর্তের জন্য ভুলিলে চলিবেনা। তাই এই মাঝারী আপোষকামী শক্তিকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন না করলে, পুঁজিবাদের উচ্ছেদও সম্ভব নয়। কমরেড ষ্টালিনের ভাষায় বলা যেতে পারে যে "It is impossible to put an end to Capitalism without putting an end to Social Democratism.

সুতরাং ফ্যাসীবাদী কংগ্রেস এবং দক্ষিণপন্থী সমাজতান্ত্রিক শক্তি সোস্যালিষ্ট পার্টি প্রভৃতি দল এই গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের শক্তি হিসেবে পরিগনিত হতে পারে না। এছাড়া বামপন্থী গণতান্ত্রিক সমাজবাদী শক্তি এবং সাম্যবাদে বিশ্বাসী দলসমূহ এই ঐক্য ফ্রন্টে স্থান লাভ করবে, এদের মিলিত এবং ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামই প্রকৃত গণতান্ত্রিক ঐক্যের ভিত্তি রচনা করবে।

এই ঐক্য ফ্রন্টকে কার্য্যকরীভাবে নেতৃত্ব দেবার ভার কোন দলের ওপর ন্যস্ত থাকবে? প্রকৃতপক্ষে শ্রমিক শ্রেণীর দলই এই গণতান্ত্রিক ফ্রন্টকে সঠিকভাবে নেতৃত্ব দিতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশে যে সমস্ত দল নিজেকে শ্রমিক শ্রেণীর দল হিসেবে, সাম্যবাদী দল হিসেবে সাধারণ ভাবে পরিচয় দেয় তাদের অন্যতম বৃহত্তর দল সেই ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টি নামধারী দলটির ইতিহাস আলোচনা করলেই দেখা যায় যে তাদের ইতিহাস ক্রমাগত মৌলিক ভুলের ইতিহাস; একবার সংস্কারবাদ পরে উগ্রবামপন্থা পুনরায় সংস্কারবাদ - এককথায় ক্রমাগত দোদুল্যমানতার ইতিহাস। কম্যুনিষ্ট পার্টি সাম্যবাদী আন্দোলনের নামে অসাম্যবাদী আন্দোলনেই পরিচালিত করেছে। এতদিন ধরে বামপন্থী ঐক্য প্রচেষ্ট যে বার বার ব্যর্থ হয়েছে তার কারণই ও তাই। দেশে প্রকৃত শ্রমিক শ্রেণীর দল না থাকলে এই ঐক্য বাস্তবে রূপ গ্রহণ করতে পারে না। দেশে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কম্যুনিষ্ট পার্টির ব্যর্থতাই সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের ভিত্তিমূল সৃষ্টি করেছে। প্রকৃত সাম্যবাদী দলের অভাব পূরণের জন্যই এই দলের জন্ম। তাই গণতান্ত্রিক ঐক্যের গোড়া পত্তন ও পথ প্রদর্শক হিসেবেই সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টার কাজ করছে এবং করবে। এই দলকে শক্তিশালী করা এর সঠিক পথে সর্ব্বশক্তি নিয়োগ ও সক্রিয় সাহায্য করা তাই এত বেশী প্রয়োজনীয়।

ভূরি ভূরি অতীতের ইতিহাস বাদ দিয়ে কম্যুনিষ্ট পার্টির বর্তমান নীতি দিয়ে আলোচনা করলে দেখা যাবে যে তাদের কার্য্যকলাপ উপরোক্ত বিশ্লেষণ অনুযায়ী প্রকৃত গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনে বাধা সৃষ্টি করছে। এই দলের বর্তমান বিশ্লেষণ—"ভারতীয় জনসাধারণের মূল শত্রু পুঁজিবাদ নয়—সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রবাদ।"

সুতরাং তাদের দ্বারা বর্তমানে পুঁজিবাদ বিরোধী দেশজোড়া বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। ফলে কম্যুনিষ্ট পার্টি পরিচালিত সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রবাদ বিরোধী আন্দোলন সংস্কারবাদী নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির বেড়াজালে আটকা পড়তে বাধ্য। তাই কম্যুনিষ্ট পার্টি পরিচালিত প্রতিটি

(৪র্থ পৃষ্ঠায়)

৯ই আগষ্ট দিবসে গণ-সংগ্রামের নেতৃত্ব, উদ্দ্যেশ্য ও প্রকৃতি সম্বন্ধে ব্যাখ্যা

ময়দানের জনসভায় জননেতা কমরেড নীহার মুখার্জীর ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের আহ্বান

গত ৯ই আগষ্ট কলিকাতা অক্টোরলনী মনুমেণ্টের নীচে ভারতের সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের পঃ বঙ্গ কমিটি বিপ্লবী সমাজতন্ত্রীদল (পঃ বঃ) সোস্যালিষ্ট রিপাবলিকান দল, কৃষক মজদুর প্রজা দল, ফরোয়ার্ড ব্লক মার্কসবাদী ও সুভাস-বাদী, বিপ্লবী সাম্যবাদী দল, বেঙ্গল ভলানটিয়ার প্রভৃতির সম্মিলিত উদ্যোগে "৪২" এর আগষ্ট সংগ্রাম দিবস উপলক্ষে এক বিরাট সভা অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

সভা আরম্ভে প্রগ্রেসীভ কালচারেল এসোসিয়েশন, ক্রান্তি শিল্পী সঙ্ঘ কয়েকটি গণসঙ্গীত করেন।

শহিদ বেদিতে মাল্য দান করিয়া সভাপতি আসন গ্রহণ করেন। সভাপতির ভাষণে অধ্যাপক ঘোষ আগষ্ট সংগ্রামের ইতিহাস বর্ণনা করিয়া শত শত শহিদের রক্তে রাঙ্গা আগষ্ট সংগ্রামের ঐতিহ্যকে বর্ত্তমানের শাসক গোষ্টির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের পথে সার্থক করে তোলার উদাত্ত আহ্বান জানান।

এস, ইউ, সি, র নেতা কমরেড নীহার মুখার্জী বলেন যে আগষ্ট সংগ্রাম বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শাসন অবসানের জন্য ভারতের জনসাধারণের এক অভূতপূর্ব অভ্যুত্থানের বীরত্বে গাঁথা জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কমরেড মুখার্জী সংগ্রামের ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করে ঘোষণা করেন যে জনগণের চেতনা সঞ্চার না করিয়া সংগ্রামের উদ্দ্যেশ্য ও প্রকৃতি এবং বৈশিষ্ট জনগণের আড়াল করিয়া তদকালীন নেতৃত্ব একদিকে যেমন ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার আকাঙ্খা ব্যাহত করেছে অন্যদিকে দেশীয় পুজিবাদী স্বার্থের তল্পী-বাহক হিসাবে বড় বড় কথার আড়ালে সংগ্রামের আদর্শ, উদ্দ্যেশ্য ও নেতৃত্ব সম্পর্কে জনগণকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে নিজেদের "প্রেসার পলিটিকসের" উদ্দ্যেশ্য সিদ্ধ করেছে। তাই শত শত বীর শহিদের রক্তের মূল্যে আজ বড়লোক মুনাফাখোর, সম্রাজ্যদ্রোহীদের ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা জনসাধারণের উপর জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসেছে।

কমরেড মুখার্জী জনসাধারণকে সতর্ক করে বলেন যে সংগ্রামে অংশ গ্রহণের সময় জনতা যেন বড় বড় কথার মারপ্যাচে নিজেদের স্বার্থ জলাঞ্জলি না দেন। আগষ্ট সংগ্রামের ব্যর্থতার শিক্ষা—দেশের বিপ্লবী আন্দোলনের আদর্শ শ্রেণীহীন সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য যে অভাব সেদিন অন্যতম বড় কারণ ছিল, সেই শ্রমিক শ্রেণীর সত্যকারের দল গড়ার কাজে আত্ম নিয়োগ করেন এবং শোষিত নিপীড়িত জনতার শত্রু ধনিক শ্রেনীর বিরুদ্ধে শ্রেণী সংগ্রামের পথে শুধু কংগ্রেস নয়—কংগ্রেসের মত যে সমস্ত দল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে না পেরে—আজ কংগ্রেস বিরোধী সেজেছেন—সেই সমস্ত ধনিক শ্রেণীর দল-উপদল সম্পর্কেও সজাগ হয়ে—সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রস্তুতিকে—আজিকার রুটি, রুজি, বাসস্থান—নাগরিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার সংগ্রামের মাধ্যমে সত্যিকারের বামপন্থীদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মারফৎ স্থানচ্যুত করে তোলেন—তবেই সচেতন, সঙ্ঘবদ্ধ ও সংগ্রামী জনসাধারণের পুরো-ভাগে শ্রমিক শ্রেণীর বৈপ্লবিক নেতৃত্ব জনতার আকাঙ্খিত সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা সার্থক করে তুলবে।

সভায় কমরেড হেমন্ত বসু, লীলা রায়, যতীন চক্রবর্ত্তী, মোহিত মৈত্র, নানু ঘোষ, অমলেশ মজুমদার, ডাঃ সুরেশ ব্যানার্জী প্রমুখ নেতৃবৃন্দও বক্তৃতা করেন।

এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশসমূহের শান্তি সম্মেলন নয়া-চীনের মহানগরী পিকিং শান্তির সংগ্রামকে নূতন পর্য্যায়ে করুক

এশিয়া ও প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশ সমূহের যে শান্তি সম্মেলন আগামী সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে অনুষ্ঠিত হবে—ভারতবর্ষও তাতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে। এশিয়া ও প্রশান্ত-মহাসাগরীয় অঞ্চলের শান্তি সম্মেলনের প্রস্তুতির জন্য সারা ভারত প্রস্তুতি কমিটির নির্দ্দেশে পঃ বঙ্গেও একটি প্রস্তুতি কমিটি জুলাই মাসের শেষের দিকে গঠিত হয়েছে। প্রস্তুতি কমিটির আহ্বানে গত "এশিয়া ও প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চলের শান্তি সপ্তাহ" উদ্‌যাপন উপলক্ষে ৮ই জুলাই বিকাল ৬ ৩০ টায় কলিকাতায় মোসলিম ইনষ্টিটিউট হলে এক সাধারণ শান্তি সমাবেশ কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী এম-এল-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

প্রস্তুতি কমিটির সম্পাদক ডঃ জে, এম, মজুমদার পিকিং সম্মেলনকে সার্থক করার জন্য সমবেত শান্তি সৈনিকদের সক্রিয় অংশ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানিয়ে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

প্রধান বক্তা অধ্যাপক নির্ম্মল ভট্টাচার্য্য শান্তি আন্দোলনের গতি প্রকৃতি বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে কোরিয়া, ভিয়েৎনাম, মালয়, ইন্দোচীন প্রভৃতি দেশের ও চীনের শান্তি আন্দোলনের উল্লেখ করিয়া বলেন যে শান্তি আন্দোলন একদিকে যেমন ব্যাপক হবে তেমনি পর্য্যায় অনুযায়ী শান্তির জন্য সংগ্রামের অপরিহার্যতাকেও সমান ভাবেই গুরুত্ব দিতে হবে। শান্তি আন্দোলনের সাথে শ্রেণী-সংগ্রামের ঘনিষ্ট যোগাযোগ উল্লেখ করিয়া তিনি শান্তির সৈনিকদের শ্রেণী সংগ্রামের ভিত্তি স্থাপন ও তাকে জোরদার করার দিকেও সবিশেষ দৃষ্টি রাখতে আহ্বান জানান।

সভাপতি কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী শান্তি আন্দোলনের চরিত্র বিশ্লেষণে দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে শান্তি আন্দোলনকে অরাজনৈতিক ব্যাপার করে তোলার যে অপচেষ্টা ভারতবর্ষে দেখা দিয়েছে তার মুখোস ছিঁড়ে ফেলে শান্তি আন্দোলনের দর্শন অনুশীলন করে তার রাজনৈতিক চেতনা জোগাবার দায়িত্ব শান্তির সৈনিক-দের দৃঢ় ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। ভারতবর্ষে শান্তি আন্দোলন যে আজও ব্যাপক ও বিস্তৃত হতে পারেনি তার কারণ বর্ণনা করে কমরেড ব্যানার্জি বলেন যে, এখনও শান্তি আন্দোলন এমন এক বিশিষ্ট ব্যক্তি সম্প্রদায়ের হাতে রয়েছে যারা শুধু শিক্ষিত ভদ্র সমাজের ভেতর বিশিষ্ট পোষাকি শান্তির বৈঠক বা শান্তি সংস্কৃতির নামে শান্তির সংগ্রাম নয় শান্তি চেতনা নয়—শান্তি সংগ্রামের সাথে শোষিত নিপীড়িতদের দৈনন্দিন সংগ্রামের যোগাযোগ নয়—বিকৃত সংস্কৃতির আসর জমিয়ে বাজিমাৎ করতে ব্যাস্ত। কমরেড ব্যানার্জি মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে শিক্ষিত সম্প্রদায় যেমন শান্তি আন্দোলনে থাকিবে তেমনি সর্বহারা শ্রমিক যদি আজ শান্তির সংগ্রামে বৃহত্তর অংশ বা অগ্রগামীর ভূমিকা গ্রহণ না করে এবং শোষিত নিস্ব কৃষক ও দরিদ্র মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে যদি শান্তি আন্দোলন আকর্ষণ করতে না পারে তবে শান্তির শত্রু সেই যুদ্ধবাজ—মার্কিণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরাই লাভবান হবে। তাই শান্তির প্রহরীদের সজাগ হতে হবে শান্তি আন্দোলনে মূলশক্তি সমাবেশে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে—শান্তির সংগ্রামকে সবচেয়ে বিস্তৃত, ব্যাপক ও শক্তিশালী করে তুলবার জন্য আজ এগিয়ে আসতে হবে—এশিয়া ও প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশ সমূহ আজ সেই বার্ত্তাই বহন করে পিকিং সম্মেলনে জোরদার শান্তির সংগ্রামী আওয়াজ তুলতে ডাকছে; বাঙ্গার তথা ভারতের শান্তিপ্রিয় সমস্ত স্তরের মানুষকে।

১৫ই আগষ্ট

(১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

ক্ষমতা হস্তান্তরের আগে কংগ্রেস জনসাধারণকে গালভরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ক্ষমতায় আসীন হয়ে তার একটিও সে রাখেনি। ১৫ই আগষ্টের পূর্ব-পর্য্যন্ত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সর্বভারতীয় জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে কংগ্রেসকে জনতা দেখেছে কিন্তু ১৫ই আগষ্টের পর সেই কংগ্রেসেরই প্রতিটি কার্য্যকলাপ প্রমাণ করেছে কংগ্রেস সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নয় উপরন্তু তার কায়েমী স্বার্থকে অক্ষুন্ন রেখে, দেশীয় জমিদার ও কলওয়ালাদের (পুজীপতীদের) স্বার্থে শ্রমিকের দাবীকে গুলি বেয়নেটে স্তব্ধ করার চেষ্টা করেছে, চাষীকে ঠেলে দিয়েছে দুর্ভিক্ষের কবলে বেকার মধ্যবিত্তকে অনাহারে মেরেছে গনতান্ত্রিক অধিকারকে কেড়ে নিয়ে স্বৈরাচারের রথ চালিয়েছে।

এই স্বাধীনতাই কংগ্রেস এনেছে—অবাধশোষণ ও শাসনের স্বাধীনতা।

ভারতবর্ষের মেহনতকারী মানুষ শোষণ ও অত্যাচার থেকে মুক্তি পাবার জন্য, সুখী ভবিষ্যৎ গড়ার জন্যই নিজেদের রক্ত দিয়ে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। কিন্তু তাদের এই আত্মত্যাগের পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করলো দেশীয় ধনিক শ্রেনী ও তাদেরই পক্ষাপুষ্ট জাতীয় কংগ্রেস। কেন এই ব্যর্থতা? কেন জনতা তাদের সংগ্রামের সমস্ত ফলকে দেশীয় ধনিকশ্রেনীর হাতে তুলে দিতে বাধ্য হল—আজকের ১৫ই আগষ্টে সেই বিচারই আমাদের করতে হবে।

জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে দেশবাসী আত্মত্যাগ করেছে—অশেষ দুঃখ বরণ করেছে সত্য, কিন্তু সংগ্রামকে শক্তিশালী করার সঠিক চেতনা, কিসের জন্য কার বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং সেই সংগ্রামে তার প্রকৃত বন্ধু কে তা পরিষ্কার না থাকার ফলেই তাদের সংগ্রামের সমস্ত ফলই পরিপুষ্ট করেছে অন্যের স্বার্থকে। নিজেরা বিফলতার পথে আবদ্ধ থেকেছে।

১৫ই আষ্টের ঘটনা এই শিক্ষাই দেয় যে শুধু সংগ্রামী মনোভাব ও শক্তি থাকলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না তার জন্য চাই বৈজ্ঞানিক সচেতনতা সঠিক নেতৃত্ব, সংগ্রামী সংগঠন।

১৫ই আগষ্ট প্রমাণ করেছে যে আপোষ আলোচনার চোরাগলির মধ্য দিয়ে জনসাধারণের স্বাধীনতা আসবে না। বিপ্লবের পথেই আসবে প্রকৃত স্বাধীনতা। তাই ৪৭' সালের ব্যর্থতা যদি দূর করতে হয় তবে আজ কংগ্রেসী সরকারের বিরুদ্ধে, এই শোষণমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গণআন্দোলনের পথে আবার জনতাকে এগিয়ে আসতে হবে। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে শোষিত জনসাধারণের চূড়ান্ত আঘাতে সমস্ত শোষণকে ধূলিস্মাৎ করে সত্যিকারের জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সেই দিনই ১৫ই আগষ্টের কলঙ্ক দূর হবে।

১৮ই আগষ্ট সাধারণ ছাত্র-ধর্মঘট পালন করুন

(১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

এছাড়া বর্তমান কোর্ডে শিক্ষক এবং ছাত্রদের অপমান করতেও কর্তৃপক্ষ কসুর করেননি। যেমন বলা হয়েছে যে বিদ্যালয়ে ধূমপান, মদ্যপান ও জুয়াখেলা নিষিদ্ধ। এতে কি এই ইঙ্গিতই করা হয়নি যে বর্তমানে বিদ্যালয় সমূহে মদ্যপান জুয়াখেলা প্রভৃতি প্রচলিত? শক্ত শৃঙ্খলার নামে এ এক কুৎসিত ইঙ্গিত।

স্কুল অনুমোদন না স্কুল সংহরণ?

স্কুল অনুমোদনের সর্ত্ত হিসেবে বলা হয়েছে যে তিন মাইল ব্যাসার্দ্ধের মধ্যে কোন অনুমোদিত স্কুল থাকলে অন্য কোন স্কুলকে অনুমোদন দেওয়া হবে না। প্রতিটি শ্রেণীতে ছাত্র সংখ্যা ৪০শে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। এই সমস্ত অনুমোদিত স্কুলে তিন বৎসরের ভেতর ২৫০০৲টাকা এবং তার পরে প্রতি বৎসর ২০০৲ টাকা করে রিজার্ভ ফাণ্ড রাখতে হবে।

এছাড়া গড়ে ছাত্র প্রতি ১০½ বর্গফুট পরিমিত স্থান দিতে হবে। এছাড়া লাইব্রেরী সম্পর্কিত আরোও অন্যান্য বিধি-নিষেধ আছে। স্কুলের কার্য্য-সময় কমপক্ষে ৫½ ঘণ্টা রাখতে হবে। যার ফলে সকালের সমস্ত বালিকা বিদ্যালয় উঠে যেতে বাধ্য হবে এবং হাজার হাজার ছাত্রী শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে।

সুতরাং বেশ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে শিক্ষার সম্প্রসারণ এই বোর্ডের উদ্দেশ্য নয় শিক্ষার সংকোচনই এর মূল ভিত্তি।

ছাত্র ভর্ত্তির নামে অহেতুক হয়রানি

প্রস্তাব করা হয়েছে যে বৎসরের প্রথম দেড় মাস পরে কোন ছাত্রকে ভর্ত্তি করা চলবে না। ভর্ত্তির সময় কোষ্ঠি, জন্ম রেজিষ্ট্রেশনে সার্টিফিকেট অথবা affiadavit করাতে হবে। সপ্তম শ্রেণীর বা তার ওপরে শ্রেণীতে ভর্তি হতে হলে গেজেটেড অফিসার, কলেজের অধ্যক্ষ বা অধ্যাপক, Public Corporate Bodyর সদস্য অথবা উচ্চপদস্থ কর্মচারীর কাছ থেকে সার্টিফিকেট নিতে হবে যে সে তার আগে অন্য কোন অনুমোদিত স্কুলে পড়েনি ইত্যাদি।

এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অনেক অভিভাবকই হয়তো এই হয়রানি আশঙ্কায় ছাত্রকে মূর্খ রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হবেন—বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের স্কুলে এসমস্যা গুরুতর রূপে দেখা দেবে।

প্রাইভেট পরীক্ষায় গলদ

বোর্ড কর্ত্তৃক বিশেষভাবে অনুমোদিত বিদ্যালয় ব্যতীত অন্য স্কুল থেকে প্রাইভেট পরীক্ষা দেওয়া চলবেনা। যার ফলে দেখা যায় যে গোটা ২৪ পরগণা জেলায় মাত্র দুটি স্কুল থেকে পরীক্ষা দেওয়া যাবে। সুতরাং অনেক ছাত্র ছাত্রীই বহু দূরে গিয়ে কয়েকদিন থাকার ব্যবস্থা না করলে পরীক্ষা দিতে পারবেনা।

শিক্ষক ছাটাইয়ের প্রস্তাব

ইণ্টারমিডিয়েট পাশ না করিলে কোন শিক্ষক শিক্ষকতা করতে পারবেন না – ফলে দক্ষ শিক্ষক হলেও ছাঁটাইয়ের খড়গ তাঁদের উপর পড়বে এবং হাজার হাজার শিক্ষক ছাঁটাই হবেন।

আমলাতান্ত্রিক ম্যানেজিং কমিটি

ম্যানেজিং কমিটিতে থাকবেন—(১) দশ হাজার টাকা দান কারী হিতৈষী অনূর্দ্ধ তিনজন। (২) পাঁচশত টাকা দান কারী (দাতা) একজন। (৩) প্রধান শিক্ষক। (৪) চূড়ান্তভাবে নিযুক্ত শিক্ষকদের ভেতর দুবছর কাজ করেছেন এরকম দু'জন নির্বাচিত প্রতিনিধি।

৫। পর্ষদের প্রেসিডেণ্টের মনোনীত একজন।

৬। বছরে দশটাকা দিয়ে অন্ততঃ দুবছরের অভিভাবকদের ভেতর দু'জন।

এতে খুব পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে ম্যানেজিং কমিটিকে এক স্বার্থান্বেষী আমলা-তান্ত্রিক গোষ্ঠীর কুক্ষিগত রাখার চেষ্টা চলেছে।

স্কুল কোড না পেনাল কোড

এই আলোচনায় পরিষ্কার হয়েছে যে ছাত্র শিক্ষক, অভিভাবক সকলকে এক বিশেষ সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে। কোডে এমন প্রস্তাবও আছে যে প্রধান শিক্ষক অন্য কোন শিক্ষক সম্পর্কে তাঁদের অজ্ঞাতে বোর্ডের কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ পাঠাতে পারবেন এবং তার জন্য Black-Book বা ঐ ধরণের অভিযোগ দাখিলের বিশেষ খাতা থাকবে। সুতরাং এর পরে এই কোডকে পেনাল কোড ছাড়া অন্য কোন আখ্যা দেওয়া চলে না।

এ ছাড়াও আরো অনেক ধারা আছে যেটা জনসাধারণের স্বার্থের বিরুদ্ধেই কাজ করে। সেগুলো বাদ দিয়েও ওপরের আলোচনা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় এই প্রস্তাবিত স্কুল কোড পাশ হলে পশ্চিম-বাংলার শিক্ষাজীবনে এক ভীষণ সঙ্কট দেখা দেবে। বর্তমানের সঙ্কীর্ণ শিক্ষা আরোও সঙ্কুচিত হবে। এই "স্কুল কোডকে" প্রতিরোধ করা তাই এত বেশী প্রয়োজনীয়। এ আঘাত শুধু স্কুল ছাত্রদের উপরই পড়বে না এর বিষময় ফল কলেজীয় শিক্ষায়ও প্রভাব বিস্তার করবে।

সাধারনভাবে বর্তমানের শিক্ষা সংকটকে এবং বিশেষ করে এই স্কুল-কোডকে প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে পশ্চিম বাংলার সমস্ত ছাত্র সংগঠন একত্র হয়ে "শিক্ষা-সংকট প্রতিরোধ কমিটি" গঠন করেছে। এই কমিটি সারা দেশব্যাপী এক ব্যাপক আন্দোলনের আহ্বান জানিয়েছে। প্রতিটি স্কুলে কলেজে এবং আঞ্চলিক ভাবে শাখা কমিটি গঠন করার মারফৎ এই আন্দোলনকে সংগঠিত করার কার্য্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

এই কমিটি আগামী ১৮ই আগষ্ট সাধারণ ছাত্র ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এর আগেই যদি জনমত সংগ্রহের জন্য কোডটিকে প্রকাশ না করা হয় তাহলে ১৮ই আগষ্ট পশ্চিম বাংলার ছাত্র সমাজ ধর্মঘট, মিছিল এবং মাধ্যমিক বোর্ডের দপ্তর ঘেরাওয়ের মারফৎ এর যোগ্য প্রত্যুত্তর দেবে।

বামপন্থী ঐক্যের কতিপয় সমস্যা

(২য় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

আন্দোলনের ক্ষেত্রে নিয়মতান্ত্রিকতার প্রভাব অধিকাংশে বিদ্যমান এমন কি খাদ্য-আন্দোলনের ক্ষেত্রেও তারা একই গণ্ডীর ভেতর আবদ্ধ রয়েছে সংগ্রামশীল ও ব্যাপক গণআন্দোলনের পথে পা বাড়াতে নারাজ। এই রাজনীতি ও কার্য্যকলাপের সাথে দক্ষিণপন্থী গণতান্ত্রিক সমাজবাদী রাজনীতির সাথে মূলতঃ কোন পার্থক্যই নেই। ফলে কম্যুনিষ্ট পার্টির নামে সোস্যালিষ্ট পার্টির রাজনীতি কাজ করে চলেছে। সুতরাং একদিকে সোস্যালিষ্ট পার্টির আওতায় Social Democratic নীতির অনুশাসন অন্যদিকে কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে পরোক্ষ-ভাবে একই জনস্বার্থ বিরোধী মুখোসধারী নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির চর্চ্চা দেশে এক বিষম বিভ্রান্তির সূত্রপাত করছে। এই গণআন্দোলন বিমুখ নিয়মতান্ত্রিক আব-হাওয়ার থেকে জনতাকে মুক্ত না করতে পারলে বিপ্লবী আন্দোলনের পথ প্রশস্থ হওয়া অসম্ভব। অবশ্য এটা ঠিক যে উপরোক্ত দুই দলের পারস্পরিক বিভেদের জন্য এদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন এখনও সুরু বা সম্ভব হয়নি কিন্তু রাজনৈতিক চিন্তাধারার ব্যবহারিক প্রয়োগের দিক থেকে বিচার করলে এদের ভেতর একটা মিল বা বোঝাপড়াও স্বাভাবিক ভাবে হতে পারে। এক্ষেত্রে একমাত্র বাধা হচ্ছে আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলন সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিরোধী ধারণা ছাড়া অন্য কোন মূল বাধাই নেই।

সুতরাং বামপন্থী শক্তিগুলোর গণতান্ত্রিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার পথে এই সমস্ত বিশেষ বিশেষ অন্তরায় বর্তমান। প্রত্যেকটি সত্যিকারের বামপন্থী দল এবং শক্তি সমূহের কর্তব্য এই সমস্ত বাধাবিপত্তি অপসারিত করে সত্যিকারের বামপন্থী ঐক্য গড়তে সহায়তা করা। সোস্যা-লিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার সমস্ত দলগুলির কাছে বামপন্থী ঐক্যের জন্য নিম্নতম মূল নীতিগত ঐক্যের প্রস্তাব করছে :—

(১) বিশ্বশান্তির সংগ্রামকে গৈরীক বসনধারি ও ট্রটস্কিপন্থী উগ্র সংগ্রামা-ভিলাসের উর্দ্ধে ব্যাপক ও সংগ্রামী বৃহত্তর গণতান্ত্রিক মোর্চায় রূপায়িত করতে হবে।

(২) বৃটীশ কমনওয়েথ বর্জন এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সমূহের সাথে সমস্ত সম্পর্ক উচ্ছেদ।

(৩) সোভিয়েট, নয়া গণতান্ত্রিক দেশসমূহ, ও নয়া চীনের সাথে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা ও পারস্পরিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন।

(৪) বিনা খেসারতে জমিদারী লাটদার প্রভৃতি প্রথার উচ্ছেদ এবং চাষীদের হাতে জমি বণ্টন।

(৫) সমস্ত মূল শিল্পের জাতীয়করণ।

(৬) বর্তমান অগণতান্ত্রিক সংবিধান বর্জন এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক সংবিধান গঠন।

(৭) খাদ্য, চাকুরী, শিক্ষা, বাসস্থান দল ও মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জন।

এই কর্মপন্থার উপর ভিত্তি করে সারা দেশ জোড়া যে ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক ফ্রণ্টের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তার গুরুত্বকে উপলব্ধি করে সমস্ত দলের এগিয়ে আসা প্রয়োজন। এইভাবে সঠিক ভিত্তিতে ঐক্য গড়ে তোলা অত্যন্ত কঠিন কাজ, সন্দেহ নেই, কিন্তু এ কাজটিকে বাদ দিয়েও সমস্যার সমাধান হবে না। তাই সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার জনসাধারণের কাছে আবেদন করছে এই কর্মপন্থাকে কার্য্যকরী করার উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসা প্রত্যেকটি দলকে ঐক্যবদ্ধ হতে বাধ্য করা। যারাই এই ঐক্যে বাধা সৃষ্টি করবে জনতার কাছে তাদের রূপ স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে। ব্যাপক গণ-আন্দোলনের আঘাতে তারা ধ্বংসস্তূপের আবর্জনায় স্থান নিতে বাধ্য হবে। এই কাজকে ত্বরান্বিত করার জন্য, সাফল্যমণ্ডিত করার উদ্দেশ্যে জনসাধারণের সক্রিয় সহ-যোগিতার দাবী ভারতীয় সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার বরাবরই করে আসছে।

সম্পাদক—প্রীতিশ চন্দ কর্তৃক ২৩, ডিক্‌সন্ লেন পরিবেষক প্রেস হইতে মুদ্রিত ও ৪৮ নংধর্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা—১৩ হইতে প্রকাশিত।